১.০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার ও আধুনিকায়ন কার্যক্রমের মূলনীতি

- আন্তর্জাতিক উত্তম পদ্ধতির সাথে সংগতি রেখে কর আইন সমূহের সংস্কার সাধন এবং যুগোপযোগী রাজস্ব নীতি প্রণয়ন করা;
- কর ভিত্তির আওতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য হারে রাজস্ব বৃদ্ধি করা;
- রাজস্ব সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে করদাতা কর্তৃক স্বয়ং উপস্থিতি নির্ভর পদ্ধতি (Physical contact) এবং দলিলাদি নির্ভর পদ্ধতি (paper based) সীমিত করে করদাতার কর প্রদান ব্যয় হ্রাস করা;
- আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর তথ্য ভান্ডারের দক্ষ বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে গতানুগতিক নিরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে Intelligence based নিরীক্ষার মাধ্যমে করনীতি পরিপালন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- জাতীয় পর্যায়ে একটি দক্ষ রাজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য Tax Accounting Network প্রর্বতন করা, যার মাধ্যমে সঠিকভাবে কর পরিশোধ, আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যথা - জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থমন্ত্রণালয় এবং করদাতাগণের সাথে যথাসময়ে সমন্বয় করা সম্ভব হয়;
- একটি প্রশাসনিক এবং আইনী কাঠামো (Framework) তৈরী করা, যা নিরপেক্ষ ও সঠিক উপায়ে সরকারের ন্যায্য রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করবে এবং একই সাথে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সাথে প্রতিযোগী হতে সহায়তা করবে।

১.১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার/ডিজিটাল কার্যক্রমসমূহ

১.১.১। কাস্টমস

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চলমান সংস্কার কার্যক্রমসমূহের সর্বশেষ অবস্থাঃ

- **নতুন কাস্টমস আইন প্রণয়ন** ঃ বাংলায় কাস্টম আইন, ২০১৮ প্রণয়ন শেষে মহান জাতীয় সংসদে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।
- **এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সম্প্রসারণ** ঃ দেশের সকল কাস্টম হাউস এবং প্রধান প্রধান স্থল শুল্ক স্টেশনে ইতোমধ্যেই ASYCUDA World বাস্তবায়ন হয়েছে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হলে পেপারলেস শুল্ক ব্যবস্থাপনা পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হবে মর্মে আশা করা যায়। এসাইকুডা সিস্টেমে পণ্য খালাসের সাথে জড়িত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের সাথে অনলাইনে সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে।
- **স্ক্যানার স্থাপন** ঃ কাস্টম হাউস গুলোতে ট্রাক ও কন্টেইনার স্ক্যানার স্থাপনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে মিথ্যা ঘোষণা হ্রাস পাবে এবং আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে।
- **স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন প্ল্যান** ঃ বাংলাদেশ WCO SAFE Framework of Standards এর Letter of intent এ স্বাক্ষর করেছে ২০১০ সালে। এর অংশ হিসেবে Diagnosis (Phase-1) শেষে WCO এর সহায়তায় Strategic Action Plan 2013-16 প্রণয়ন করা হয়। এই Action Plan এ পরবর্তী ৩ বছরে কাস্টমস বিভাগের আধুনিকায়ন এবং সংস্কার সংক্রান্ত সকল বিষয়েই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার অধিকাংশ কার্যক্রমই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তত্ত্বাবধায়নের ভিন্ন ভিন্ন টীমের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।
- **টাইম রিলিজ স্টাডি ঃ** দেশের বিভিন্ন শুল্ক স্টেশনের Customs Procedure এর দক্ষতা ও বাস্তব অবস্থা যাচাইকল্পে বেনাপোল, আইসিডি এবং চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে Time Release Study সম্পন্ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। আশা করা যায়, এগুলি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে আমদানি রপ্তানি পণ্য চালানের শুল্ক ছাড় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।

- **অথোরাইজ্‌ড ইকোনোমিক অপারেটর ঃ** Supply Chain Security অধিকতর শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে WCO SAFE Framework of Standards এর অংশ হিসেবে Compliant

Operator দের/ব্যবহারকারীদের Authorized Economic Operator Program চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি AEO টীম গঠন করা হয়েছে এবং AEO Action Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। Pilot পর্ব সম্পন্ন করে শীঘ্রই এই কর্মসূচী কার্যকরভাবে চালু করা হবে মর্মে আশা করা যায়।

- **রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, পোষ্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট ঃ** শুল্ক প্রক্রিয়ার দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিকল্পে আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি এবং WCO Standard এর ভিত্তিতে Risk Management এবং Post Clearance Audit কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত SOP চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং পৃথক দুটি Dedicated Team গঠন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ শেষে টীম দুটি কর্মসূচী বাস্তবায়নে সকল শুল্ক স্টেশনে কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
- **কো-অর্ডিনেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট ঃ** সীমান্ত বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সীমান্তে কর্মরত সকল সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বাণিজ্য সহজীকরণ করায় Coordinated Border Management এর উদ্দেশ্যে। যদিও এ বিষয়ে কোন কার্যক্রম শুরু করা হয়নি তবে এটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে অদূর ভবিষ্যতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে আশা করা যায়।

(ঘ) রাজস্ব আহরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ;

- শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা ২০০০ প্রয়োগের প্রচেষ্টা গ্রহণ;
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় আমদানিকৃত পণ্য সতর্কতার সাথে কায়িক পরীক্ষা, সঠিক এইচ.এস কোড নির্ধারণ, সঠিক শুল্ক মূল্য নির্ধারণের নির্দেশনা প্রদান।
- খালাসোত্তর নিরীক্ষা কার্যক্রম, ব্যাংক গ্যারান্টি, ইনডেমিনিটি বন্ড ও ডেফার্ড পেমেন্ট ইত্যাদির বিপরীতে সৃষ্ট বকেয়া পাওনা আদায়ের নির্দেশনা প্রদান।
- অখালাসকৃত পণ্যচালানসমূহের নিলামের ব্যবস্থার মাধ্যমে শুল্ক রাজস্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ।
- উচ্চ আদালতে চলমান মামলা নিস্পন্নের মাধ্যমে এবং এডিআর পদ্ধতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে মামলার কারণে অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের ভিত্তিতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ ।
- বর্তমান অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য Budget Implementation Plan (BIP), Strategic Action Plan(SAP) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম নেয়ার জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ফলাফল ভিত্তিক পারফরমেন্স মূল্যায়নের জন্য কর্মকর্তাদের সাথে Annual Performance Agreement (APA) চুক্তি সম্পাদন করে এর মাধ্যমে কর্মকর্তাদের পারফরম্যান্স মনিটরিং করা।
- স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ কর্তৃক রুটিন মাফিক বিভিন্ন মাঠ পর্যায়ের দপ্তর পরিদর্শন করা।
- প্রতিটি মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের অধিক্ষেত্রাধীন ৫০টি সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক প্রদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক আলাদাভাবে তাদের রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা।
- সর্বোপরি Good Governance and Modern Management ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় এবং 5P (Political Guidance, People, Partnership, Planning, Performance) অনুসরণপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে একটি গণমুখি বোর্ড এ রূপান্তরের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যাতে করদাতাগণ বিনা হয়রানিতে তাদের রাজস্ব প্রদানে উৎসাহিত বোধ করবে।

১.১.২। মূসক (ভ্যাট)

- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন করা হয়েছে । নতুন এই ভ্যাট ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অটোমেশনের মাধ্যমে ভ্যাট প্রশাসনকে শক্তিশালী ও আধুনিকায়ন করা, ভ্যাট আদায় বৃদ্ধিপূর্বক VAT:GDP ratio কে ২০১৮ সালের মধ্যে বর্তমানের চেয়ে ১% বৃদ্ধি করা সহ ভ্যাট কমপ্লায়েন্স এর বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে VAT Online Project গৃহীত হয়েছে। এই প্রকল্পের

কার্যকাল ২০১৩ হতে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অনলাইনে মূসক রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১লা জুলাই,২০১৯ হতে পর্যায়ক্রমে অনলাইনে ভ্যাট পেমেন্ট এবং অনলাইনে রিটার্ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে;

- মূল্য সংযোজন কর আইনের জন্য প্রযোজ্য বিধিমালা প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে ;
- পিএমসি এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগস্ট'১৫ সময়ে তারা যোগদান করেছে;
- মূসকের অনলাইন পেমেন্ট এবং রিটার্ন সম্পর্কিত সফটওয়্যার IVAS (Integrated VAT Accounting System) এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে অনলাইন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ও অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন দাখিল এবং ই-পেমেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে। ফলে ব্যবসায়ীদের turnaround time কমে যাবে এবং ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত ভ্যাট ইলেকট্রনিক্যালি সুযোগ থাকবে;
- কর্মকর্তাদের ৩৬টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২০৩টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে প্রায় ১,৩২,৩০০ জন করদাতাকে নতুন আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১.১.৩। আয়কর

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় বাজেটে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য যে সকল আইনী পরিবর্তন আনা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

■**ব্যক্তি করদাতা এবং কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির করদাতার জন্য করমুক্ত সীমা ও করহার**

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা হতে ৪ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি;

প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায় সহায়তা এবং ব্যবসা পরিচালনা সহজীকরণ

- নীটওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্টস উৎপাদন ও রপ্তানিতে নিয়োজিত করদাতার উক্ত পণ্য রপ্তানি হতে উদ্ভূত আয়ের উপর প্রযোজ্য করহার ১৫ শতাংশ নির্ধারণ;
- যে সকল কোম্পানি করদাতার রিটার্ন দাখিলের বর্তমান সময়সীমা ১৫ জুলাই সে সকল কোম্পানী করদাতার জন্য এ সময়সীমা বর্ধিত করে ১৫ সেপ্টেম্বর করা।
- তথ্য-প্রযুক্তির ৮টি নতুন খাতকে কর অব্যাহতি সুবিধার আওতায় আনা:

1. Software or application customization;
2. Website development;
3. Website hosting;
4. Digital data analytics;
5. Software test lab services;
6. Overseas medical transcription;
7. Robotics process outsourcing;
8. Cyber security services.

- Alternative Investment Fund এর আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান। তবে উক্ত ফান্ড এর আয় যখন বন্টিত হবে তখন তা লভ্যাংশ হিসেবে বিবেচিত ও করযোগ্য হবে।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর আয়কে ৫ বছরের জন্য ১০০% কর অব্যাহতি প্রদান।

সামাজিক দায়িত্ব

- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, দু:স্থভাতা বা অনুরূপ কল্যাণভাতা এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত সম্মানীর উপর কর অব্যাহতি প্রদান;
- সকল জাতীয় পদক/ পুরস্কারের অর্থ ও সুবিধাকে কর অব্যাহতি প্রদান;
- অবচয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মী বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে ব্যবহৃত বাস বা মিনিবাসের ক্রয়মূল্যের উর্ধ্বসীমা প্রযোজ্য না হওয়া;
- Elderly care home পরিচালনা হতে অর্জিত আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান।

পরিবেশ

- পরিবেশ দূষণরোধ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে এবারের করনীতিতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ বিবেচনায় তৈরি পোশাক খাতের যে সকল কোম্পানি-করদাতার কারখানার আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত green building certification থাকবে সেসকল কোম্পানির করহার ১৪ শতাংশে হ্রাস করণ।

আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা

- কর ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে-
  (ক) অনলাইনে রিটার্ন, আপীল আবেদন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন সহ বিবিধ আবেদন গ্রহণ;
  (খ) সিস্টেম জেনারেটেড আদেশ, নোটিশ, সনদ ইত্যাদি ইস্যু;
  (গ) করদাতার হিসাব, বিবরণী, দলিল, উপাত্ত ইত্যাদি ইলেকট্রনিক বিন্যাসে বা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে করবিভাগের নিকট দাখিলের বিধান প্রবর্তন।

সহজীকরণ, স্পষ্টীকরণ ও পরিপালন

- ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার কর পরিপালন আরো সহজ করার লক্ষ্যে ২৫ লক্ষ টাকার কম গ্রস সম্পদ রয়েছে এরূপ করদাতার জন্য সম্পদ বিবরণী দাখিল ঐচ্ছিক করা । তবে করদাতা মোটর গাড়ির মালিক হলে বা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এপার্টমেন্ট বা গৃহ-সম্পত্তি ক্রয়ে তার কোন বিনিয়োগ থাকলে সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে হবে।
- ব্যবসা বা পেশার নির্বাহি (executive) বা ব্যবস্থাপনা (management) পদে নিয়োজিত বেতনভোগী কর্মীর জন্য রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা;
- কয়েকটি ক্ষেত্রে উৎস করের হার পুনর্বিন্যাস ও প্রায়োগিক অস্পষ্টতা দূরীকরণ;
- পুনঃউন্মোচিত কর মামলা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া আরো সহজ, স্বচ্ছ ও যুগোপযোগী করা এবং প্রায়োগিক অস্পষ্টতা দূরীকরণ।

১.২ । নতুন আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন

- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ প্রণীত হয়েছে।
- নতুন কাস্টমস এ্যাক্ট প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ কে যুগোপযোগী ও সহজতর করার লক্ষ্যে নতুন Direct Tax Codeএর প্রথম ড্রাফট প্রণীত হয়েছে। উক্ত draft এর বিষয়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা চলমান।

১.৩। রাজস্ব ভবন নির্মাণ

- রাজস্ব বিভাগে বিদ্যমান অবকাঠামোগত দুর্বলতা নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকার শেরে বাংলা নগরে ভবন নির্মাণের জন্য ''জাতীয় রাজস্ব ভবন নির্মাণ'' শীর্ষক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প ২০০৯ সালে গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে ঢাকার আগারগাঁও এ ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- এছাড়া চট্টগ্রামে একটি ২৪ তলা ভবন নিমার্ণের কার্যক্রম চলছে।

২.০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার, আধুনিকায়ন বিষয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম অর্ন্তভূক্ত হয়েছে ঃ

- ভ্যাট প্রশাসনকে অনলাইনভিত্তিক করার জন্য VAT Online Project গ্রহণ ও এর আওতায় অনলাইন ভ্যাট ব্যবস্থা চালুকরণ, এবং IVAS (Integrated VAT Accounting System) পদ্ধতি বাস্তবায়ন;
- VAT Online Project এর আওতায়, অনলইন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও অনলইনে ভ্যাট রির্টান ফাইলিং;
- আর্ন্তজাতিক কাস্টমস রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত নতুন কাস্টমস আইন ২০১৬ বাস্তবায়ন;
- সকল স্থল শুল্ক স্টেশনে এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম সম্প্রসারণ;
- কাস্টমস এর ক্ষেত্রে শুল্ক ব্যসস্থা আধুনিকায়নের লক্ষে Online National single window (NSW), Post clearance Audit এবং Advance Ruling (AR), Authorized Economic Operator (AEO), এ বাস্তবায়ন ও অধিষ্ঠ সক্রিয়করণ এবং এর মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যে গতিশীলতা বৃদ্ধি;
- বিদ্যমান আয়কর আইনকে আধুনিক যুগোপযোগী ও সহজ করার লক্ষ্যে নতুন ''Direct Tax Code" প্রণয়ন;
- SGMP প্রকল্পের আওতায় অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন;
- আয়করের উৎসে কর্তন মনিটরিং জোরদার করার লক্ষ্যে "স্বতন্ত্র উৎসে কর কর্তন পরিবীক্ষণ অঞ্চল" বাস্তবায়ন;
- আয়করে e-Payment পদ্ধতির সম্প্রসারণ;
- ট্রান্সফার প্রাইসিং ও এন্টি মানি লন্ডারিং কার্যক্রম সক্রিয়করণ;
- বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির (ADR) সক্রিয় করার মাধ্যমে মামলায় আটককৃত রাজস্ব আদায় জোরদার করা;
- তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) অবকাঠামো বিনির্মাণ ও অটোমেশন কার্যক্রমসহ জোরদারকরণ;
- করনেট (ট্যাক্সনেট) সম্প্রসারণ, কর ফাঁকি রোধ এবং আইন ও কর প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ;
- কর শিক্ষা, বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রচারণা এবং ট্যাক্স পেয়ার্স সার্ভিস বৃদ্ধি;
- উচ্চ আদালতের পেন্ডিং মামলাসমূহ নিস্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আদায়;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।

৩.০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাম্প্রতিক সাফল্য ও অর্জনসমূহ

- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এঁর সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এঁর মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য APA (Annual Performance Agreement) স্বাক্ষর এবং এর মাধ্যমে কর্মসম্পাদনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- সকল কাস্টম হাউজসহ ৯টি স্থল শুল্ক স্টেশন, অফডক ও ইপিজেড সহ মোট ২৪টি ক্ষেত্রে ASYCUDA WORLD পদ্ধতি বাস্তবায়ন এবং চলমান কাস্টমস এর অটোমেশনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ;
- ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প গ্রহণ এবং এর আওতায় অনলাইনে মূসক রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম গ্রহণ। অনলাইনে মূসক (ভ্যাট) রিটার্ন দাখিলের প্রস্তুতি চলমান;
- ভ্যাট প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন;
- দেশব্যাপী আর্ন্তজাতিক কাস্টমস দিবস, জাতীয় মূসক দিবস/সপ্তাহ এবং আয়কর দিবস/সপ্তাহ উদযাপন;
- ই-টিআইএন রেজিস্ট্রেশন সম্প্রসারণ;
- আয়করের ক্ষেত্রে ই-পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহারে করদাতাদের উদ্ধুদ্ধকরণ;
- ই-ফাইলিং পদ্ধতির আওতায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিলের কার্যক্রম শুরু;
- দেশব্যাপী ৯টি কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে করদাতাগণকে সেবা প্রদান;
- প্রতিটি জেলা ও সিটি কর্পোরেশনের ২জন দীর্ঘমেয়াদী ও ৩জন সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী করদাতাদের স্বীকৃতি প্রদান;
- সারাদেশের সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী ১০জন ব্যক্তি ও ১০টি কোম্পানীকে Tax Card প্রদান;

- চেম্বারসহ অন্যান্য ব্যবসায়ী সংগঠনের সাথে অংশীদারিত্বমূলক সংলাপ আয়োজন, এবং এর মাধ্যমে সমন্বয় বৃদ্ধি;
- ভ্যাটের গোয়েন্দা দপ্তরকে পূর্বের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী ও সক্রিয়করণ। সাম্প্রতিককালে প্রিভেন্টিভ তৎপরতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে রেস্টুরেন্ট, হোটেলসহ বিভিন্ন সেবাখাতের মূসক ফাঁকি উদঘাটন এবং গ্রুপ মেইল ও ফেসবুকে ব্যাপক প্রচার;
- চোরাচালান ও রাজস্ব ফাঁকি রোধকল্পে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের তৎপরতা জোরদার এবং স্বর্ণ, মাদকদ্রব্য, অবৈধ মুদ্রা আটকসহ অন্যান্য পণ্যের চোরাচালান প্রতিরোধে ব্যাপক সাফল্য।

৪.০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ

(ক) বাহ্যিক (external) চ্যালেঞ্জসমূহ

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্যমূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি জনিত অস্থিরতা;
২. আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যে মিথ্যা ঘোষণার প্রবণতা;
৩. আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব;
৪. কর ফাঁকি প্রদানের প্রবণতা এবং স্বেচ্ছা পরিপালনের অভাব।

(খ) অভ্যন্তরীণ (internal) চ্যালেঞ্জসমূহ

১) পর্যাপ্ত ডিজিটালাইজেশন/অটোমেশন এর সীমাবদ্ধতা
২) প্রশিক্ষত ও পর্যাপ্ত মানবসম্পদের অপ্রতুলতা
৩) সঠিক ও যথাযথভাবে কর নির্ধারণ
৪) ভৌত অবকাঠামো ও লজিস্টিকস সীমাবদ্ধতা
৫) আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অপর্যাপ্ত প্রয়োগ
৬) আধুনিক পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট এর স্বল্প প্রয়োগ
৭) আমদানি ও খালাস তথ্যের সমন্বয়ের অভাব
৮) অপর্যাপ্ত নিলাম কার্যক্রম
৯) মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা
১০) সহযোগী দপ্তরগুলোর কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব
১১) কাঠামোবদ্ধ (structured) পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এর অভাব
১২) সঠিক ও যথাযথ কর নির্ধারণে সীমাবদ্ধতা
১৩) বিভিন্ন সরকারী দপ্তর (পেট্রোবাংলা, বিপিসি, পাসপোর্ট অধিদপ্তর) এর নিকট বকেয়া পাওনা দীর্ঘসূত্রিতা।

৫.০। চ্যালেঞ্জ উত্তরণে কৌশলসমূহ

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে, অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে অথবা নতুনভাবে কর আরোপ বা বৃদ্ধি করা হয়েছে, অথবা মূল্য বৃদ্ধি বা অন্য কোন ভাবে কর বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইনী পরিবর্তন আনা হয়েছে এমন খাত/প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত প্রদেয় কর আহরণ মনিটরিং করা;
- রাজস্ব প্রদানের দিক থেকে বৃহৎ ৫০টি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত রাজস্ব আদায় যথাযথ মনিটরিং;
- উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষদের সাথে সমন্বয়পূর্বক সঠিকভাবে কর কর্তন ও জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- নিরঙ্কুশ বকেয়া আহরণ নিশ্চিত করা;
- বিপিসি, পেট্রোবাংলা ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিকট প্রাপ্য বকেয়া আহরণে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও লিয়াজো রক্ষা করা;
- এডিআরকে সক্রিয়করণ এবং এডিআরের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করে পাওনা আহরণের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা আদায়;
- জরীপ কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন করদাতা বৃদ্ধির জন্য জরীপের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন;

- বৃহৎ রীট মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞ এ্যাটর্নী জেনারেল অফিস ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আইন কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় করে মামলাসমূহ নিষ্পত্তি;
- e-TIN প্রোগ্রামের বিদ্যমান Capacity ৩০ লক্ষ হতে বৃদ্ধি করে পর্যাপ্তসীমায় উন্নীত করা;
- সহযোগি দপ্তরের সাথে কর সংক্রান্ত তথ্যের পারস্পারিক বিনিময় নিশ্চিত করে সম্ভাব্য ফাঁকি উদঘাটন করা;
- উপজেলা পর্যায়ে নতুন সার্কেল স্থাপনের মাধ্যমে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা;
- ট্রান্সফার প্রাইসিং ও বিদেশী নাগরিকদের প্রযোজ্য কর আহরণের বিষয়ে মনিটরিং জোরদার করা;
- আস্থা সৃষ্টি ও স্বেচ্ছা পরিপালন বৃদ্ধিকল্পে স্টেকহোল্ডারদের সাথে পার্টনারশীপ ডায়ালগ অব্যাহত রাখা;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়নপূর্বক সেবার মান বৃদ্ধি ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা;
- নিয়মিতভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের On the Job Training এর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শুন্য পদে নিয়োগ প্রদান, নিয়মিত পদোন্নতি, বদলীসহ অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ভৌত সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

৬.০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমসমূহ

রাজস্ব প্রশাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং আধুনিক ও উন্নততর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিম্নলিখিত উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- আয়কর মেলায় স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য কর বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কর সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী হয়েছে;
- সচিবালয়ে কর্মকর্তাদের ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়ার সুবিধার্থে অস্থায়ী কর ও তথ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তাগণ সহজে কর প্রদান করতে পেরেছেন এবং স্বেচ্ছা পরিপালন (Self Compliance) বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (FBCCI) এর সাথে নিয়মিতভাবে সমন্বয় সাধনের জন্য (ক) Capacity Building (খ) Customs Policy (গ) Tax Policy ও (ঘ) VAT Policy শীর্ষক ৪ (চার) টি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে;
- জাতীয় সংসদ এর অর্থ বিষয়ক সংসদীয় কমিটি, সরকারি হিসাব সংক্রান্ত কমিটি, অডিট বিভাগ, FBCCI, DCCI, MCCI এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে করদাতা, ব্যবসায়ী সংগঠন ও সরকারি সংস্থাসমূহের সাথে নিয়মিতভাবে পার্টনারশীপ ডায়ালগ এবং করদাতা উদ্ধুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হচ্ছে। ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে এই সকল সংস্থাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছে;
- মামলা নিষ্পত্তি ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) পদ্ধতি কার্যকর ও সক্রিয় করার লক্ষ্যে মাননীয় বিচারপতি সহ অন্যান্য বিচারপতি, এটর্নী জেনারেল, মাননীয় মন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ব্যবসায়ী সমাজের সাথে সংলাপ ও নিষ্পত্তি কার্যক্রম গ্রহণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যাংকসমূহের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব (আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাট) বিষয়ক মডিউল প্রবর্তন করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে;
- তথ্য মন্ত্রণালয়, বেতার ও টেলিভিশন এবং মিডিয়ার সাথে পার্টনারশীপ ডায়ালগ এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল অর্জনসমূহ গুরুত্বের সাথ প্রচারনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- কর্মকর্তাদের মধ্যে দাপ্তরিক যোগাযোগ দ্রুততর করার নিমিত্তে সকল কর্মকর্তাদের জন্য একাধিক গ্রুপ মেইল খোলা হয়েছে;

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাযর্ক্রম, সাফল্য ও অর্জনসমূহ প্রচারের জন্য Facebook একাউন্ট খোলা হয়েছে;
- এনবিআর Website এ গুরুত্বপূর্ণ সকল দলিল, (APA, BIP) আদেশ-নির্দেশ, ফাংশনাল বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে এনবিআরের সাফল্য ইত্যাদি নিয়মিতভাবে আপলোড করা হচ্ছে;
- জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত রাজস্ব সম্পর্কিত সংবাদের ব্রিফিং ও তথ্যাদির সংরক্ষণে আর্কাইভ খোলা হয়েছে;
- আয়কর সম্পর্কে জন সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুক্রবার বা সাপ্তাহিক বিশেষ প্রার্থনার দিনে মসজিদ, মন্দির, গির্জায় কর প্রদানের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ বাণী প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- শিক্ষার্থীদের কর বিষয়ে প্রাথমিক ধারণার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীতে আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাট সম্পর্কে পাঠক্রম অন্তর্ভূক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- স্থানীয় Cable TV-তে কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত প্রচারণার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া শুল্ক, আয়কর ও মূসক প্রদানের বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফলে, করদাতা বান্ধব রাজস্ব সংস্কৃতি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গণসচেতনতা তৈরী ও কর ফাঁকির তথ্য উদঘাটন তথা কর ফাঁকি রোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে;
- তৃণমূল পর্যায়ে জাতীয় উন্নয়নে আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাটের গুরুত্ব বিষয়ে প্রচার জনসাধারণের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কমিউনিটি রেডিওতে প্রচারণার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;

স্ট্রেংদেনিং গর্ভনেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (SGMP)

প্রকল্পের নাম	ঃ	স্ট্রেংদেনিং গর্ভনেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (এনবিআর পার্টঃ কম্পোনেন্ট-এঃ অনলাইন ফাইলিং এন্ড ডিজিটাইজেশন অব ট্যাক্স রিটার্নস; কম্পোনেন্ট-সিঃ এস্টাবলিশমেন্ট অব ট্যাক্সপেয়ারস ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিস সেন্টারস)

প্রকল্প সংক্ষেপ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগের জন্য বাস্তবায়ীত Strengthening Governance Management Project (SGMP) শীর্ষক প্রকল্পটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ১০.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৭৭.৮২ কোটি টাকা বাজেটের একটি প্রকল্প যার বাস্তবায়ন সময়কাল জুলাই ২০১১ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ইং । বাস্তবায়িত প্রকল্পটি হতে করদাতারা ঘরে বসে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন প্রদান করতে পারছেন এবং তারা প্রাপ্তি স্বীকারপত্র পাচ্ছেন। করদাতারা বিদ্যমান ই-টিআইএন ব্যবস্থার মাধ্যমে অনলাইনে টিআইএন নিবন্ধন করতে পারছেন। করবিভাগের মাঠ পর্যায়ের অফিস সমূহ নেটওয়ার্কি এর আওতায় রয়েছে এবং আপীল, কর অবকাশসহ বিবিধ কার্যক্রমের অটোমেশন হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ডাটাবেজ এবং রিপোর্ট জেনারেশন কার্যক্রম ও অটোমেটেড হয়েছে। ভিয়েতনাম ভিত্তিক বিখ্যাত আইটি প্রতিষ্ঠান FPT Information System Corporation এই সিস্টেম বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত। প্রকল্প বাস্তবায়নের এ পর্যায়ে সফটওয়্যার আমদানি হয়েছে এবং তার কাস্টমাইজেশন ও কনফিগারেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। হার্ডওয়্যার আমদানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং তার যাচাই ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে তা স্থাপন এবং বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যমান ই-টিআইএন সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

প্রকল্পের ধরণ ঃ বিনিয়োগ

প্রকল্পের বাজেট ঃ

জিওবি	১১৮২ লক্ষ	$ ০১.৬১ মি:
এডিবি	৬৬০০ লক্ষ	$ ০৯.০১ মি:
মোট	৭৭৮২ লক্ষ	$ ১০.৬৭ মি:

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৮

প্রকল্পের অনুষঙ্গ ঃ (১) অনলাইন রিটার্ন দাখিল
(১) অফলাইনে দাখিলকৃত রিটার্ন ডিজিটাইজেশন
(২) নেটওয়ার্কিং ও কানেকটিভিটি
(৩) অফিস প্রসিডিওর অটোমেশন
(৪) ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট
(৫) রিপোর্ট জেনারেশন

প্রকল্পের ব্যয় ঃ ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় জুন ২০১৮ পর্যন্ত $ ৫.৯০ মিলিয়ন

অগ্রগতি ঃ ১) সফটওয়্যার আমদানি করা হয়েছে।
২) হার্ডওয়্যার আমদানি সম্পন্ন হয়েছে।
৩) সফটওয়্যার কাস্টমাইজেশনের কাজ সম্পন্ন।

Tax Administration Capacity and Taxpayers Services (TACTS)

(কারিগরী সহায়তা প্রকল্প)

১। প্রকল্পের নাম ঃ Tax Administration Capacity and Taxpayers Services (TACTS)

২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন ঃ মার্চ ২০০৯ - ফেব্রুয়ারী ২০১৪ (সংশোধিত মেয়াদ অক্টোবর ২০১০ - সেপ্টেম্বর ২০১৫) ইতমধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্প শেষ হয়েছে।

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ ক) বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দক্ষতা, পেশাদারিত্ব এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর আদায় বৃদ্ধি;
খ) বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কর্মপদ্ধতি পর্যায়ক্রমে নির্ধারিত কিছু কর অঞ্চল সমূহে বাস্তবায়ন;
গ) কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চলে উন্নততর করদাতা সনাক্তকরন পদ্ধতি এবং সংশোধিত কর্ম পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক করদাতাকে কর জালে আনয়ন;
ঘ) করদাতাদের অধিকতর উন্নত সেবা প্রদান;
ঙ) কর ফাঁকি তদন্তের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলকে শক্তিশালী করে কর পরিশোধ ও আদায়ের ক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট এর উন্নয়ন।

৪। মূল কার্যক্রম ঃ এ প্রকল্পের ৭ টি অংশ, যা হলো- (ক) বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি; (খ) বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কর্মপদ্ধতি অন্যান্য কর অঞ্চলে বাস্তবায়ন; (গ) কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল; (ঘ) করদাতা সেবা; (ঙ) সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল; (চ) আপীল এবং (ছ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা।

৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে চলমান Tax Administration Capacity and Taxpayers' Services (TACTS) প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. এই প্রকল্পের আওতায় আয়কর বিভাগের বৃহৎ করদাতা ইউনিট, বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কার্যপদ্ধতি অন্যান্য কর অঞ্চলে সম্প্রসারণ, কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল, করদাতা সেবা, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং আপীল এই সাতটি ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২. কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চলে Tax Information Retrieval System (TIRS) স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মোটরগাড়ীর রেজিস্ট্রেশন, জমির ক্রয়-বিক্রয় রেজিস্ট্রেশন, ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে করদাতাদের তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ সহজতর হয়েছে যা ব্যবহারের মাধ্যমে অতি সহজে নতুন করদাতা এবং কর ফাঁকির তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে।

৩. করদাতাদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, কুমিল্লা, বগুড়া, যশোর এবং উত্তরায় 'কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে।

৪. সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Data Forensic Equipment এবং Portable Base Station সরবরাহ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য High End Forensic work-station FRED, Forensic Duplicator সহ অন্যান্য গোয়েন্দা সরঞ্জামাদি এবং কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে।

৫. বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) এর কার্যক্রম সম্প্রসারনের অংশ হিসাবে চট্টগ্রামে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বৃহৎ করদাতা ইউনিটে ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার/সার্ভার সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।

৬. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদারের লক্ষ্যে সহকারী কর কমিশনার হতে অতিরিক্ত কর কমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্থানীয়ভাবে এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে বৃহৎ করদাতা ইউনিট এবং অন্য দুটি কর অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

৭. কর আপীল কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত যুগ্ম কর কমিশনার হতে কর কমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্থানীয়ভাবে এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮. কর কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহকারী কর কমিশনার হতে কর কমিশনার পর্যায়ের ৫৫০ জন কর্মকর্তাকে Tax Audit, Bank Statement Analysis and Fraud Prevention, ICT tools in Tax Administration, Internal Audit প্রভৃতি বিষয়ে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ৪,১৬০ জন আয়কর উপদেষ্টা (আইটিপি) কে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা করদাতাদের প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

১০. ২০১১ হতে ২০১৬ সনে অনুষ্ঠিত আয়কর মেলায় করদাতাদের কর বিষয়ক তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পের আওতায় আয়কর বিষয়ক পুস্তিকা বিতরণ করা হয়েছে ।

১১. সুপ্রীম কোর্টে আয়কর বিষয়ক রায়ের রেফারেন্স, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত এস আর ও, অর্থ আইন এবং আয়কর বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য কর্মকর্তাদের নিকট ডিভিডি আকারে সরবরাহের জন্য Income Tax Case Law Digest তৈরী করা হয়েছে।

১২. উৎসে কর কর্তন ও আদায় বিষয়ে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উৎসে কর কর্তন বিষয়ক দুইটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চলে Tax Information Retrieval System (TIRS) স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মোটরগাড়ীর রেজিস্ট্রেশন, জমির ক্রয়-বিক্রয় রেজিস্ট্রেশন, ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে করদাতাদের তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে।

ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প ঃ

“ Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012 Implemention (VAT : Online) Project ’’ শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

লেনদেন ভারসাম্য সমস্যা (Balance of Payment Crisis) ও মুদ্রাস্ফীতির চাপ (Inflationary Pressure) নিরসনের মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনাসহ প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার Extended Credit Facilities (ECF) সুবিধার আওতায় ৭টি সমান কিস্তির মাধ্যমে ৬৩৯.৯৬ মিলিয়র এসডিআর (১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) গ্রহণের জন্য আর্ন্তজাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এর সাথে ৩ বছর মেয়াদী (২০১১-১২ অর্থবছর হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত) একটি ঋণ গ্রহণের

ক্ষেত্রে আইএমএফ এবং অন্যান্য শর্তের মধ্যে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক আইন, ২০১২ মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়।

০২। নতুন এই আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে "Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012 Implementation (VAT : Online) Project" শীর্ষক একটি প্রকল্প গত ০৮-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি (Revised Development Project Proposal) পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ১৬.১০.২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়।

০৩। প্রকল্পের মোট ব্যয় ঃ প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৫,১৫৮.৭৮ লক্ষ (পাঁচশত একান্ন কোটি আটান্ন লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা। এর মধ্যে জিওবি ১০,১৮৪.৩৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৪,৯৭৪.৪০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্প অর্থায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) এর মধ্যে ০৭.১২.২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একটি ঋণচুক্তি (নং ৫৪২৬-বিডি) স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে বিশ্বব্যাংক প্রকল্পটিতে ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করবে। বিশ্বব্যাংক তাদের Program for Results এর আওতায় কতিপয় নির্দেশক (The Disbursement Linked Indicators) এর ফলাফলের ভিত্তিতে এ প্রকল্পে অর্থ ছাড় করবে।

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন ঃ প্রকল্পটিতে অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল অক্টোবর, ২০১৩ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত।

০৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রশাসনকে সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড ও আধুনিকীকরণ করা।

ভ্যাট ঃ জিডিপি অনুপাত ২০১৮ সালের মধ্যে বর্তমানের চেয়ে ১% বৃদ্ধি করা, যার ফলস্বরুপ মূল্য সংযোজন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বর্তমানে VAT Compliance - এ বিদ্যমান Gap দূরীভূত হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

- গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ব্যয় মেটানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো ;
- ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, সহজ পদ্ধতি ও কম খরচে ব্যবসা করার পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ভ্যাট আইনের পরিপালন সহজতর করা ;
- Non Complaint করদাতাদের চিহ্নিতকরণ এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা যথাযথ বৃদ্ধি করা ;
- আধুনিক, নিয়মতান্ত্রিক এবং সেবা বান্ধব VAT প্রশাসনের জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করা ;
- জ্ঞান ভিত্তিক মূসক প্রশাসন গড়ে তোলা ;
- দেশে দ্রুত শিল্পায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা ;
- সরকারি-বেসরকারি খাতে ব্যবসায় খরচ কমানো এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসা ও কাজ সম্পন্ন করার সময়হ্রাস করা ;
- ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগে উৎসাহী করার মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধি করা।

০৬। প্রকল্পের কার্যপরিধি

১. নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অধীন যথাযথ বিধিবিধান, প্রজ্ঞাপন, সাধারণ আদেশ, স্থায়ী আদেশপ্রণয়ন করা ;
২. সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন Commercial-Off-The-Shelf (COTS) Software সহ প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ক্রয় করে মূল্য সংযোজন কর ও টার্নওভার কর ব্যবস্থাকে কম্পিউটারাইজড ও অটোমেটেড করা;

৩. করদাতাগণের করদায়িতা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটা সেন্টার স্থাপন করাসহ অটোমেটেড কর প্রশাসন নিশ্চিত করা ;
৪. মূসক কর্মকর্তাগণ যাতে কম্পিউটার টার্মিনাল এর মাধ্যমে IT Tax administration ব্যবহার করতে পারেন সে লক্ষ্যে ভয়েজ ও ডাটা নেটওয়ার্ক স্থাপন করা ;
৫. সকল মূসক কর্মকর্তাগণকে কম্পিউটার টার্মিনালের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে Desktop, Hardware ও Software সংগ্রহ করা ;
৬. ডিজিটাল পদ্ধতিতে করদাতাদের দলিলাদি এবং দলিলাদির ইমেজ সংগ্রহরে লক্ষ্যে একটি প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন করা ;
৭. টেলিফোন ও ই-মেইলে করদাতাগণের বিভিন্ন প্রশ্ন/জিজ্ঞাসার জবাব প্রদানের জন্য আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে Taxpayer Contact Centre স্থাপন করা ;
৮. নতুন কর প্রশাসনসহ IT System ও Business Process সম্পর্কে মূসক কর্মকর্তগণকে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ম্যানুয়াল তৈরী করা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;
৯. নতুন মূসক আইন ও অটোমেটেড কর প্রশাসন বিষয়ে করদাতাগণের জন্য Communications and Education Program এর আয়োজন করা ;
১০. মূসক দপ্তরগুলোকে কার্যভিত্তিক (Functional) কাঠামোতে পূর্নবিন্যস্ত করা।

৭। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল ঃ

Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012 বাস্তবায়নে VOP (VAT Online project) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক এবং টার্নওভার কর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে, যেমন ঃ

- রেজিস্ট্রেশন ও করদাতা সেবা ঃ প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে নিবন্ধিত সকল করদাতাগণ এবং নতুন নিবন্ধনযোগ্য মূসক প্রদানকারীগণ অনলাইনে নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারবেন। এ জন্য তাঁদের মূসক কার্যালয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন হবে না। প্রয়োজনীয় দলিলাদি স্ক্যান করে অনলাইনে দাখিল করা যাবে। ফলে মূসক কার্যালয়ে না গিয়ে ঘরে বসেই ব্যবসায়ীগণ কোন প্রকার হয়রানি ব্যতিরেকে অনলাইনে মূসক নিবন্ধন গ্রহণ ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা পাবেন।
- কালেকশন এবং বাস্তবায়ন ঃ মূল্য সংযোজন কর (মূসক), সম্পূরক শুল্ক এবং টার্নওভার কর আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। কোন করদাতা কোন কর মেয়াদে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক কিংবা টার্নওভার কর পরিশোধ করেছে কিনা তা ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম থেকেই যাচাই করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এ প্রক্রিয়ায় করদাতা সনাক্তকরণ ও নোটিশ প্রদান সব কিছুই সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পাদিত হবে। ফলে মূসক আদায় কার্যক্রম অনেক গতিশীল ও ত্বরান্বিত হবে।
- ই-পেমেন্ট ঃ এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে করদাতাগণ ই-পেমেন্টএর মাধ্যমে মূসক পরিশোধের সুযোগ পাবেন। ফলে খুব সহজে কর পরিশোধ করা সম্ভব হবে। এ ব্যবস্থায় মূসক পরিশোধের সত্যতা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে যাচাইকরা যাবে। ফলে রাজস্ব প্রশাসনও তাৎক্ষণিকভাবেই মূসক পরিশোধ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবে।
- রিটার্ন দাখিল ঃ মূসক কার্যালয়ে না গিয়ে সম্পূর্ণ অনলাইনে মূসক সংক্রান্ত দাখিলপত্র (Return) দাখিল করা যাবে। পাশাপাশি এ সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি স্ক্যান করে প্রেরণ করা যাবে। রিটার্ন দাখিলের পর রিটার্নের সব তথ্য যথাযথ থাকলে সিস্টেম থেকেই অটোমেটিক প্রক্রিয়ায় প্রাপ্তি স্বীকার মেসেজএর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে।

- অডিট ঃ কোন মূসকদাতা কোন কর মেয়াদ প্রযোজ্য/সম্পূর্ণ রাজস্ব পরিশোধ না করলে কিংবা অঘোষিত/কমঘোষিত বিক্রয়ঘোষণা করলে কিংবা আংশিক বা ভূল তথ্য সন্নিবেশ করে রিটার্ন দাখিল

করলে এবং রিস্ক ইঞ্জিন অনুযায়ী নির্ধারিত মূসকদাতা নির্বাচন, অডিটকরণ, অডিট অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পাদন করা হবে। ফলে অডিট কার্যক্রম অধিক দক্ষ, কার্যকর এবং ডাইনামিক হবে।

- আপীল ও কেইস ম্যানেজমেন্ট ঃ বিদ্যমান মামলাসহ ভবিষ্যতে উদ্ভূত সকল মামলার তথ্য সিস্টেম এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ফলে কম সময়ে মামলার কার্যক্রম গ্রহণ ও মনিটরিং করা সম্ভব হবে। এভাবে নতুন মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় মূসক বিভাগ একটি আধুনিক ও অটোমেটেড ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম অধিকতর সহজ, ঝামেলাবিহীন এবং ব্যবসা-বান্ধব হবে, যার ফলে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক খাতে রাজস্ব আদায় অনেক বৃদ্ধি পাবে।

০৮। **মুল্য সংযোজন কর ও সম্পুরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন**

মুল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১৯৯১ সাল থেকে মুল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আদায় করে আসছে । দীর্ঘ পরিক্রমায় ব্যবসায়ের ধরণ পরিবর্তন এবং তথ্য প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতায় এ আইনে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে । তদুপরি এ আইনের আওতায় কাঙ্খিত রাজস্ব আদায় ও প্রযুক্তির সাথে সন্তোষজনক সমন্বয় সম্ভব না হওয়ায়, উপরন্তু বিভিন্ন সংশোধনীর ফলে আইনি বিচ্যুতি তৈরি হওয়ায় নতুন একটি মুল্য সংযোজন কর তৈরি ও তা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । এ প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও ্উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক বিগত ১০ ডিসেম্বর ২০১২ এ মুল্য সংযোজন কর ও সম্পুরক শুল্ক আইন, ২০১২ পাশ হয় । আইনের উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- করের আওতা সম্প্রসারণ ;
- উল্লেখযোগ্যহারে রাজস্ব আদায় নিশ্চিতকরণ ;
- তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ব্যবসা বান্ধব কর পরিবেশ সৃষ্টি;
- কর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিপাদনবিমুখ করদাতাদের চিহ্নিত করে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
- স্বেচ্ছা প্রতিপাদনে করদাতাদের উৎসাহিতকরণ;
- ভ্যাট প্রশাসনকে আধুনিক, সুশৃঙ্খল ও সেবা প্রদানকারী মননে গড়ে তোলা;
- বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সষ্টি;
- ব্যবসা পরিচালনায় সময় ও খরচ কমানো;
- ভ্যাট জিটিপি হার সমানুপাতে বৃদ্ধি করা;

১ জুলাই ২০১৭ থেকে মুল্য সংযোজন কর ও সম্পুরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে VAT Online প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা প্রায় চুড়ান্ত পর্যায়ে ছিল । তবে পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাক্রমে তা ২ বছর পিছিয়ে দেয়া হয়েছে যা এ আইনের সফল বাস্তবায়নের পথকে সহজ করবে । IT বাস্তবায়ন অন্যান্য সকল কর্মকান্ড গ্রহণ ও সম্পাদনে সকল পক্ষকে উৎসাহিত করবে ।

১। নতুন মুসক আইন বাস্তবায়নে ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ

- আইনি কাঠামোর ্উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে;
- নিবন্ধন ও পুনঃ নিবন্ধন কার্যক্রম;
    - ইতোমধ্যে অনলাইনে ১৪২০০০ টি নিবন্ধন ও পুনঃ নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে;

- Online Return Submission Piloting সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ অনলাইনে দাখিলপত্র প্রদান করছেন । আগামী আগস্ট, ২০১৯ হতে অন্যান্য কমিশনারেটসমূহে অনলাইনে দাখিলপত্র প্রদান করার কার্যক্রম শুরু হবে ।
- তথ্য কেন্দ্র(Data Centre) ও ডাটা পুনরুদ্ধার কেন্দ্র(Disaster Recovery Center) স্থাপন করা হয়েছে ।
- তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং এ লক্ষ্যে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে
- অন্যান্য সিস্টেম iBAS, ASYCUDA,BiTAX, Bangladesh Bank এর সাথে ভ্যাট সিস্টেম(IVAS) [Integrated VAT Administration System] এর অন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে ।
- কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ,৫টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে ।
- কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (Central Processing Centre)[CC &CPC] স্থাপন করা হয়েছে ।
- ভ্যাট বিষয়ক সার্বক্ষণিক সহযোগিতার লক্ষ্যে কল সেন্টার(Call Centre) স্থাপন করা হয়েছে । ১৬৫৫৫ এ ডায়াল করে দেশের অভ্যন্তরের করদাতাগণ ভ্যাট বিষয় জানতে পারবেন । এছাড়া দেশের বাহির থেকে করদাতাগণ ০৯৬৭৮০১৬৫৫৫ কল সেন্টারের সেবা গ্রহণ করতে পারবেন ।

২। নতুন মুসক আইন বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জঃ

- বিদ্যমান করদাতাদের পুনঃনিবন্ধীকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি;
- সার্বক্ষণিক যোগাযোগ কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- IT System স্থাপনের পরে ভ্যাট অফিস তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল নিশ্চিতকরণ;
- তৃতীয় পক্ষের(CGA, Bangladesh Bank)সাথে অন্তঃ সংযোগ স্থাপন;
- সফল E-Payment প্রক্রিয়া চালুকরণ।

এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড প্রকল্প

আমদানী রপ্তানী পর্যায়ের শুল্কায়ন পদ্ধতি সহজীকরণ, শুল্ক প্রশাসন আধুনিকীকরণ ও অটোমেটেড পদ্ধতিতে শুল্কায়ন ও ডেটা সংরক্ষণের লক্ষ্যে আশির দশকে UNCTAD কর্তৃক উদ্ভাবিত ASYCUDA (Automated System For Customs Data) নামে সফট্‌ওয়্যারটি উদ্ভাবন করা হয়। UANCTAD উদ্ভাবিত এ সফট্‌ওয়্যার এর চারটি ভার্সন রয়েছে। এ্যাসাইকুডা ভার্সন-১ উদ্ভাবন হয় ১৯৮১ সালে, ভার্সন-২ ১৯৮৪ সালে, ভার্সন-৩ (ASYCUDA++) ১৯৯৪ সালে এবং ভার্সন-৪ (ASYCUDA World) ২০০৪ সালে। কাস্টমস এর শুল্কায়ন পদ্ধতি ও শুল্ক ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম এ্যাসাইকুডা ভার্সন-২ ঢাকা কাস্টম হাউসে ব্যবহার করা হয় ১৯৯৪ সালে এবং চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে ১৯৯৫ সালে। শুল্কায়ন পদ্ধতি ও শুল্ক ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল, দক্ষ ও আধুনিক করার লক্ষ্যে ২০০২ সালে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম ইপিজেড, ঢাকা কাস্টম হাউস, আইসিডি ও বেনাপোল কাস্টম হাউসে এর পরবর্তী Updated ভার্সন ASYCUDA++ (V1.16f) বাস্তবায়ন করা হয় এবং ২০০৭ সালে তৎপরবর্তী ভার্সন ASYCUDA++ (VI.18) বাস্তবায়ন করা হয়।

০২। পরবর্তীতে ২০১২ সালে দেশের আমদানি - রপ্তানি তথা সামগ্রিক শুল্ক ব্যবস্থাপনাকে আরো গতিশীল, আধুনিক ও শুল্ক ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে ASYCUDA World স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোপূর্বে ২০০৭ সালে, UNCTAD কর্তৃক উদ্ভাবিত ASYCUDA++ সিস্টেমটি আপগ্রেড করার লক্ষ্যে ADB 'র অর্থায়নে Chitagong Port Trade Facilitation Project শীর্ষক একটি প্রকল্প গৃহীত হয় এবং UNCTAD কে মাঃ ডঃ ৩,৬০,০০০.০০ অগ্রিম পরিশোধ করা হয়। কিন্তু ASYCUDA++ ভার্সনের প্রযুক্তিগত কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করার পূর্বেই ২০০৮ সালে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (সিসিসিআই) এর উদ্যোগে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যক্রম ওয়েবভিত্তিক অটোমেটকরার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস ও সিসিসিআই এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সিসিসিআই এর সাথে সম্পাদিত পাঁচ বছর মেয়াদী এ চুক্তি শেষ হয় ২০১৩ সালে।

০৩। চুক্তি অনুযায়ী বেশ কিছু মডিউল উদ্ভাবনের ও তা মূল ASYCUDA System এর সাথে সংযুক্ত (Integrate) করার কথা থাকলেও বিদ্যমান ASYCUDA System এ ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার অভাব ও প্রযুক্তির ভিন্নতার কারণে উদ্ভাবিত ব্যবস্থায় শিপিং এজেন্ট/এয়ারলাইন্স কর্তৃক পেশকৃত মেনিফেস্টের - তথ্যাদি সঠিকভাবে বিল অব এন্ট্রিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্তর্ভূক্ত (auto populate) করা যায়নি বিধায় আটোমেশনের পূর্নাঙ্গ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছিল না। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিদ্যমান ASYCUDA ++ সিস্টেমকে আপগ্রেড করে ASYCUDA World স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়া WCO Diagnostic Mission কর্তৃকও শুল্ক ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ASYCUDA World স্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

০৪। ASYCUDA World Systemসম্প্রসারনঃ

প্রাথমিকভাবে ০৬টি শুল্ক ভবন (চট্টগ্রাম, ঢাকা, আইসিডি-কমলাপুর, বেনাপোল, মংলা ও পানগাঁও) সহ বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় ১১টি স্থল শুল্ক স্টেশন (সোনামসজিদ, হিলি, বুড়িমারী, ভোমরা, আখাউড়া, বাংলাবান্দা, তামাবিল, টেকনাফ, খুলনা এলসি ষ্টেশন, দর্শনা, রূপপুর), কাস্টমস্ অফিস ০৫টি (০১. বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা, ০২. বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম, ০৩. Air Freight Unit, CCH, Chittagong০৪. Air Freight Unit, OIA ০৫.SAPL Inland Water Container Terminal CEPZ) এবং০৮ টি**Private ICD Off docks** (০১. **Esack Brothers Ind. Ltd (Cont.Yrd),** ০২. **PortLink Logistics Centre Ltd** ০৩. **KDS Logistics Ltd** ০৪. **Ocean Containers Ltd** ০৫. **Summit Alliance Port Ltd. (EAST)**০৬. **Summit Alliance Port Ltd. (WEST)** ০৭.**BM CONTAINER DEPO LTD**এবং ০৮.**INCONTRADE LIMITED)**এASYCUDA World চালু করা হয়েছে**|** বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ,

আদমজী**EPZ**,জকিগঞ্জ, সিলেটের ছাতক ও রহনপুর এASYCUDA World চালুকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।ASYCUDA World স্থাপনের মাধ্যমে সকল শুল্ক ভবনসহ দেশের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী স্থল শুল্ক স্টেশনসমূহ ঢাকাস্থ একটি কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টারের আওতায় একযোগে একটি uniform এবং harmonized System - এ কাজ করতে পারছে। এতে শুল্ক স্টেশন সমূহ তাৎক্ষনিকভাবে কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ পর্যালোচনা করে শুল্কায়নের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাচ্ছে।

০৫। ASYCUDA Worldস্থাপনের লক্ষ্যে মার্চ, ২০১৩ হতে সেপ্টেম্বর' ২০১৪ পর্যন্ত ১৮ মাস মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতার কারনে এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাসময়ে শুরু করা সম্ভব হয়নি। এ প্রকল্প ব্যয় প্রায় ২৯ (উনত্রিশ) কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে ASYCUDA World সিস্টেমটি সকল কাস্টস হাউস, স্থল শুল্ক স্টেশনসহ ৩১ টি অফিসে এ চালু করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এবং চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে অত্যাধুনিক সার্ভার রুম/ডেটা সেন্টার নির্মাণ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড- সকল কাস্টম হাউসসহ দেশের প্রধান এলসি স্টেশনের মধ্যে ফাইবার অপটিক কানেকটিভিটির মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্ক স্থাপন করে আমদানি- রপ্তানি শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এই কর্মপরিধির বাহিরে এ কর্মসূচী হতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যথাঃ

ক. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এবং চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে অত্যাধুনিক সার্ভার রুম/ডেটা সেন্টার নির্মাণ;

খ. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসসহ দেশের অন্যান্য কাস্টম হাউসে এবং প্রধান এলসি স্টেশনের মধ্যে ফাইবার অপটিক কানেকটিভিটির মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্ক স্থাপন;

গ. বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ৭০০ কাস্টমস কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রায় ২০০০ এ্যাসাইকুডা ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান যেখানে বন্দরের কর্মকর্তা, নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা, সিএন্ডএফ এজেন্ট, শিপিং এজেন্ট ও ফ্রেইট ফরওয়াডার্সগণ অন্তর্ভূক্ত আছে;

ঘ. বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশনের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মনোনীত কর্মকর্তাদেরকে কয়েক দফায় Training of Trainers (TOT) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড বাস্তবায়ন টিম এর সহায়তায় বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক তাদের সাধারণ সদস্যদের জন্য Facilitation Centre খোলা হয়েছে। এসকল Facilitation Centre এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড বাস্তবায়ন টিম ও কাস্টম হাউসের আইটি বিশেষজ্ঞদের কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে;

ঙ. চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম হতে পণ্যের বিরবণ সম্বলিত ইলেকট্রনিক মেনিফেস্ট গ্রহণ করছেন, যার ভিত্তিতে কন্টেইনার ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ পণ্য খালাসের পূর্বে শুল্ক-করাদি যথাযথভাবে পরিশোধিত হয়েছে কিনা তা এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড এ যাচাই করে নিতে পারছেন। তবে তাদের কাছ থেকে কন্টেইনারের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্যাদি এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে পাওয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়নি;

চ. এয়ারলাইন্স হতে এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের মাধ্যমে এয়ার কার্গো মেনিফেস্ট ইলেকট্রনিক্যালি গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমানে সকল এয়ারলাইন্স অনলাইনে তাদের মেনিফেস্ট দাখিল করছে। পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনাল কুরিয়ারসহ সকল কুরিয়ার সার্ভিস ও সংশ্লিষ্ট ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারগণ হাউস এয়ারওয়ে বিল এর তথ্য দাখিল করেছেন;

ছ. স্থলবন্দর সমূহে ট্রাকের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য সামগ্রীর তথ্যসমূহও এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের মেনিফেস্ট সিস্টেমে ধারণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে প্রতিবেশী দেশসমূহের শুল্ক কর্তৃপক্ষের সাথে কানেকটিভিটি স্থাপন করা সম্ভব হলে শুল্কায়ন সংশ্লিষ্ট সকল দলিলাদি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে যা বাংলাদেশের শুল্ক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাবে;

জ. **LC/EXP :**সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে LC/EXP এর তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ASYCUDA WorldSystem - এ প্রদান করেছে। এর ফলে LC/EXP এর সাথে ASYCUDA WorldSystem - এর Integration সম্পন্ন হয়েছে। ফলে জাল জালিয়াতির ঝুঁকি কমেছে;

ঋ. **e-Payment** ঃ প্রাথমিকভাবে কাষ্টম হাউস, আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকায় সোনালী ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর যৌথ উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে e-Paymentচালু করা হয়েছিল।সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের RTGS (Real Time Gross Settlement) Paymentসুইচ ব্যবহার করে পরবর্তীতে কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও বেনাপোল শুল্ক ভবনে e-Payment কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে ৪টি বানিজ্যিক ব্যাংক এ কার্যক্রমে অংশ গ্রহন ১৬৩ জন আমদানিকারক e-Payment এরমাধ্যমে আমদানিকৃত চালানসমূহের শুল্ক করাদি পরিশোধ করছেন। গত অর্থবছরে (২০১৮-১৯) ১১৩০.২৫ কোটি টাকা e-Payment ব্যবস্থার মাধ্যমে আদায় হয়েছে;

ঞ. **Third party Integration এর আওতায়BSTI** : আমদানি নীতির আলোকে কিছু পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেBSTI (Bangladesh Standards & Testing Institution)হতে সনদপত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। BSTI এর সাথে ASYCUDA World SystemএরIntegration ফলে সংশ্লিষ্ট BSTI অফিস হতে সরাসরি ASYCUDA WorldSystem এ Access করে তাদের BSTIসনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই BSTIসনদপত্র কাষ্টম অফিসারগণ বিল অব এন্ট্রি *Assessment* এর সময় System থেকে সরাসরি দেখে নিতে পারে। এর ফলে ম্যানুয়াল সার্টিফিকেটের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয় না। এখন BSTIবিষয়টি সীমিত আকারে করা হলেও খুব শ্রীঘ্রই পুনাঙ্গ আকারে চালু হবে। ফলে শুল্কায়ন দ্রুততর হয়েছে;

ট. **Ex-bond** :পূর্বে বন্ড অফিসগুলোতেASYCUDASystemচালু না থাকার কারণে বিভিন্ন শুল্ক ভবনের মাধ্যমে IM-7 (বন্ডের মাধ্যমে আমদানি)এর মাধ্যমে দাখিলকৃত বিল অব এন্ট্রি র ক্ষেত্রে ঐ বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে যে IM-4 (Home Consumption) বিল অব এন্ট্রি হতো তা সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবনে ম্যানুয়াল ভাবে সম্পন্ন হতো। এর ফলে বন্ড অফিসের কোন তদারকি থাকতো না। বর্তমানে বিভিন্ন শুল্ক ভবনের মাধ্যমে IM-7 এর মাধ্যমে দাখিলকৃত বিল অব এন্ট্রি র ক্ষেত্রে ঐ বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে যে IM-4 বিল অব এন্ট্রিহয় তা প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধনকৃত বন্ড কমিশনারেটের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে বন্ড অফিসগুলো তাদের স্ব স্ব অফিসে নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি করতে পারে, আদায়কৃত রাজস্বের বিষয়ে অবগত থাকে বিধায় এ বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্ড অফিস গত ১৮/০৬/১৯ইং এবং ঢাকা বন্ড অফিস গত ০৭/০৭/১৯ইং হতে Ex-bondকার্যক্রম শুরু করেছে;

ঠ. **Tariff Management:** পূর্বে ASYCUDASystem এ HS chapter বা Heading আপডেট করা যেত না। এর ফলে HS chapter বা Heading আপডেট করার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। Tariff Managementএখন একই সাথে এক বা একাধিক অথবা ১-৯৯ পর্যন্তHS chapter বা Heading আপডেট করা যায়।

ড. **Non-cash payment:** একটি বিল অব এন্ট্রিতে Non-cashওcashপ্রদান করা করা হয় কিন্তু পূবে© Non-cashজন্য কোন*Assessment Notice*ইস্যু করা যেতো না। বর্তমানে একটি বিল অব এন্ট্রিতে কত টাকা Non-cashও cash প্রদান করা করা হয়েছে তা আলাদা আলাদা করে দেখানো যায় এবং *Assessment Notice* ইস্যু করা যায়।

ণ. **e-BRTA :**BRTA (Bangladesh Road Transport Authority) সাথে ডাটা বিনিময় চুক্তি আওতায় যে সকল গাড়ীর কনসাইনমেন্ট দাখিল হয় তখন একটি e-BRTAফর্ম ডিজাইন করা হয়েছে । ফলে যখনই সি এন্ড এফ এজেন্ট গাড়ীর সংশ্লিষ্ট এইচএসকোড ডিকরারেশন করে তখনই একটিVehicle Form এক্টিভ হয়ে যায়। এই ফর্মে গাড়ীর মডেল নাম্বার, চেসিস নাম্বার, আর্ট নাম্বারসহ বিভিন্ন তথ্য এন্ট্রি করা হয় যা BRTA তে গাড়ী রেজিষ্ট্রেশনের সময় প্রয়োজন হয়। বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে তথ্য প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

ভবিষ্যতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডেও প্রয়োজন হলে BRTAথেকে গাড়ী রেজিষ্ট্রিকৃত তথ্যও পেতে পারবে। ফলশ্রুতিতে উভয় পক্ষের স্বচ্চতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে;

ত. **BIN update via VAT registration interface**:ভ্যাট অনলাইনের *IVAS system*যে সকল ভ্যাট আপডেট বা নতুন তৈরী করে থাকে তা সরাসরি ASYCUDA World Systemএ ইলেকট্রনিক ভাবে অনলাইন ব্যবস্থায় চলে আসে।ফলে ASYCUDA World Systemকোন প্রকার মেনিফ্যাষ্ট বা এলসি দাখিল হলে তা সংশ্লিষ্ট Importer/Exporterবা তাঁর প্রধিনিধি তাদের বিল অব এন্ট্রি প্রসেস করতে পারে;

থ. **Additional fraud codes on Inspection Act :**আগে Inspection Act এ স্বল্প সংখ্যক fraud codesছিলো বর্তমানে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী ২১২ টা Additional fraud codesসংযোজন করা হয়েছে। সংযোজনের ফলে উদঘাটিত অনিয়ম কোড আকারে সুনির্দিষ্ট আকারে লিপিবদ্ধ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কোথায় কোন কাস্টমস হাউজ বা শুল্ক ষ্টেশনে কতগুলে অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে তা জানা যাবে। এই তথ্য উপাত্ত রিস্ক ম্যানেজম্যান্ট, পিসিএ সহ বিভিন্ন কাজে সহায়তা প্রদান করবে।

এছাড়া অনলাইন সার্ভিসের আওতায় ASYCUDA World Systemএ যাদের ইউজার আইডি রয়েছে তারা ওয়েবসাইট ও মোবাইল এর মাধ্যমে Inspection Act,Prepaid Account Balance, Bill of Lading এবং Bill of Entry/Exportসংক্রান্ত তথ্য জানতে পারছেন।